দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 0 7 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মোঃ রেজাউল করিম বাবুল

মানবসম্পদ উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা

ক্ষুদ্র এই দেশটিতে বিশাল জনগোষ্ঠী এবং এই জনগোষ্ঠীর কর্মক্ষম বিশাল অংশ আজ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। এর বিরাট একটি অংশ রয়েছে মাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণী। যারা তাদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় হতাশা এবং এই হতাশা থেকে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন রকমের অসন্তুষ্টি। আর এই অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা। অথচ যুগোপযোগী সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে উচ্চশিক্ষিত মেধাবী তরুণ আজ নিশেহারা।

সারা বিশ্ব আজ তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে নিজেদের তথা দেশের ভাগ্যকে পরিবর্তন করেছে। এ ব্যাপারে প্রথমে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরবর্তীতে যখন এগুলো সাফল্যজনকরূপে পরিণতি হবে তখন বেসরকারী অর্থাৎ ব্যক্তি উদ্যোগ এগিয়ে আসবে। কাজেই আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার উপর সবিনয়ে কিছু প্রস্তাবনা পেশ করা হলোঃ- সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে একটি 'কারিগরি ইন্সটিটিউট', জেলা পর্যায়ে একটি 'কারিগরি মহাবিদ্যালয়' এবং বিভাগীয় পর্যায়ে একটি 'কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন করা যেতে পারে। এবং এ সব প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, রেডিও, টেলিভিশন, ওয়েল্ডিং, রেফ্রিজারেশন, পোল্ট্রি, ফিশারীজ, বনায়নসহ বিভিন্ন আধুনিক কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এবং এগুলো বিভিন্ন মেয়াদে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

উপজেলা পর্যায়ে 'কারিগরি ইন্সটিটিউট'- অষ্টম শ্রেণী বা সমপর্যায়ের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পাবে। এই ইন্সটিটিউটে বিষয়ভিত্তিক অর্থাৎ ড্রাইভিং, ওয়েল্ডিং, সেলাই প্রশিক্ষণ, রেডিও, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর মেরামত, বাঁশ, বেত, কাঠ ও ইমারত নির্মাণ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। এই প্রশিক্ষণের মেয়াদ দুই বছর করা যেতে পারে। এবং বিষয়ভিত্তিক অনুযায়ী প্রত্যেক কোর্সের উপর ১০০০ নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই কোর্স সমাপ্তকারীদেরকে ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গ্রেড দেয়া যেতে পারে। এবং এই সার্টিফিকেট এসএসসি সমমানের হবে।

পরবর্তী জেলা পর্যায়ে 'কারিগরি মহাবিদ্যালয়' মেধা অনুযায়ী এসএসসি পাস অথবা কারিগরি শিক্ষাসহ সমমানের এসএসসি পাস ছাত্র-ছাত্রীরা এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে। এবং এতেও কম্পিউটার, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ফিশারীজ, ডেইরী, পোল্ট্রি, বনায়ন, আধুনিক কৃষিচাষ পদ্ধতিসহ আরও সমমানের কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এ কোর্সেও দু বছর মেয়াদী ও ১০০০ নম্বরের মধ্যে ৫০০ নম্বর লিখিত, ৪০০ ব্যবহারিক ও ১০০ নম্বর মৌখিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই কোর্স সমাপ্তকারীরা এইচএসসি সমমানের সার্টিফিকেটসহ ফলাফল অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে উত্তীর্ণ হবে। পর্যায়ক্রমে মেধা অনুযায়ী এইচএসসি অথবা এইচএসসি সমমানের কারিগরি শিক্ষার সার্টিফিকেট- প্রাপ্তরা এই 'কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়'-এ ভর্তির সুযোগ পাবে। এখানে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ফিশারীজ, পোল্ট্রি, ডেইরী, বনায়নসহ সমপর্যায়ের আরও কোর্স অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং এ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রদান করা হবে। এ কোর্স তিন বছর মেয়াদী হতে পারে। এতে মোট ১৫০০ নম্বরের ১০০০ লিখিত, ৪০০ নম্বর ব্যবহারিক, ১০০ নম্বর মৌখিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই কোর্স সমাপ্তকারীকে ডিগ্রী সমমানের সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে এবং ফলাফল অনুযায়ী গ্রেড প্রদান করা হবে।

তাছাড়া সাধারণ স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কারণ এখন যেভাবে নবম ও একাদশ শ্রেণীতে বিভিন্ন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এর সংগে কারিগরি বিভাগ নামে নতুন বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই প্রচলিত বিভাগের মধ্যে যেমন নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে পদার্থ, রসায়ন, অংক, জীব বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এই চার বিষয়ে ৪০০ নম্বর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই একই রকমের পদ্ধতিতে কারিগরি বিভাগে ৪০০ নম্বর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এই চার বিষয়ের মধ্যে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ড্রাইভিং, রেফ্রিজারেটর, রেডিও, টেলিভিশন মেরামত, পোলট্রি, ডেইরী, আধুনিক কৃষিচাষ পদ্ধতি, মৎস্যচাষ, বনায়নসহ সমমানের অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সেই সাথে উক্ত বিষয়গুলোর উপর প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ বিষয়গুলোর প্রতি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীগণ এই বিভাগে পড়াশুনার সুযোগ পেতে পারে। এভাবে এসএসসি পর্যায়ে দু' বছরের জন্য এই কারিগরি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

একইভাবে এইচএসসি পর্যায়েও বিভিন্ন বিভাগের সংগে এই কারিগরি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এবং একই পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার সুযোগ পাবে। অন্যান্য বিভাগের সমনম্বরে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাছাড়া জেলা পর্যায়ে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্স চালু রয়েছে, সেসব বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজগুলোতে কারিগরি বিষয়ে (কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, ড্রাইভিং, পোলট্রি, ডেইরী, আধুনিক কৃষিচাষ পদ্ধতি, মৎস্যচাষ, বনায়নসহ) তিন বছরের অনার্সের সমমানের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে এবং পরবর্তী পর্যায়ে একই নিয়মে মাষ্টার্স ডিগ্রী প্রদান করা যেতে পারে। এই সব কারিগরি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের বিভিন্ন কারিগরি ইন্সটিটিউট ও কলেজে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত করা যেতে পারে। কারণ এদেশে এখন কারিগরি শিক্ষায় তরুণ-তরুণীদের খুব অভাব আমরা প্রায়ই দেখতে পাই যে, বিভিন্ন কারিগরি ইন্সটিটিউটে দক্ষ প্রশিক্ষকের খুবই অভাব। অনেক সময় অনেক ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষকের অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাছাড়া এসব তরুণ-তরুণীরা দেশে আত্মকর্মসংস্থানমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাতে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে তথা দেশও উপকৃত হবে। তাছাড়া প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে 'উপজেলা কারিগরি উন্নয়ন প্রকল্প' নামে প্রকল্প অফিস করা যেতে পারে। সেখানে সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে উপজেলা পর্যায়ে যতগুলো আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প থাকবে তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী সুযোগ-সুবিধা, তথা বিভিন্ন পরামর্শ দিতে পারে। যাতে তারা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে পারে। সাধারণ শিক্ষার সংগে এই কারিগরি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য হল পাস করার পর কর্মসংস্থানের জন্য আবার নতুন করে কারিগরি শিক্ষার যাতে প্রয়োজন না হয়। কারণ আমরা সাধারণত দেখতে পাই একজন মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী যুবক কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শেখার জন্য ভর্তি হয়। অনেক সময় প্রশিক্ষণের পর কোথাও চাকরির সুযোগ পায়। কাজেই এক্ষেত্রে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর শুধু কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে উচ্চ ডিগ্রীপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীকে এই প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এক্ষেত্রে সময় ও অর্থ দুটোই অপচয় হয়। এর পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষার উপর একটি অবহেলা জন্মায়। তাছাড়া দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। কয়েকমাস পূর্বে একটি দৈনিক পত্রিকায় ইউরোপের একটি দেশে উচ্চ বেতনে দক্ষ কম্পিউটার প্রোগ্রামার চাহিদার উপর একটি খবর ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া যেসব তরুণ-তরুণী বিভিন্ন কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদেরকে তাদের স্ব-স্ব ট্রেনিং-এর উপর আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত করতে পারে। এ ব্যাপারে উক্ত 'উপজেলা কারিগরি উন্নয়ন প্রকল্প' বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। কাজেই এই বিশাল জনতাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। সে জনশক্তি যেন যুগোপযোগী হয়। এবং বিশ্বের চাহিদার সংগে তাল মিলিয়ে চলতে পারে। তাহলেই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যাবে।